বিভক্তির সাত কাহন-৩
ভজন সরকার

প্রয়াত ডঃ আহমদ শরীফের জীবিতাবস্থায় সর্বশেষ প্রকাশিত বই “ **বিশ শতকে বাঙ্গালী- বিহগদৃষ্টিতে তাদের রূপ-স্বরূপ** ” বিশ-শতকে বাঙ্গালীর অর্জণের নিরপেক্ষ উপস্থাপনা । এখানে তাঁর উদ্ধৃতি ,“ আমাদের দেশে হিন্দুমাত্রই জাতিগত ভাবে মুসলিমের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ন আর মুসলিম মাত্রই জাতিগত ভাবে হিন্দুবিদ্বেষী । তবে ব্যক্তিগত কামে-প্রেমে-বন্ধুত্বে এবং জীবিকাক্ষেত্রে অর্থোপার্জণ লক্ষ্যে সাদা-কালো ব্যবসায়ে চোরাচালানে-পাচারে কেউ কখনো জাতজন্ম বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-ভাষা পেশা মেনে চলে না ” । প্রবাসে ধর্মের এই উৎকট বাতাবরন আরও প্রবল এবং মজবুত । হিন্দু যেমন ফিরে যেতে চাচ্ছে পেছনে সেই ছোঁয়া-ছুঁয়ির ঘৃন্যতম অধ্যায়ে , মুসলিম তেমনি আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছে শুধুই ধর্মকে । আর বতর্মান বিশ্বপরিস্থিতিতে হিন্দুরা ভাবছে তারা বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ,অন্তত মুসলিমদের চেয়ে । বুশ-ব্লেয়ার কলির ত্রাতা অনেক হিন্দুর কাছেই । লালকৃষ্ণ আদভানী এখন নাম বদলে সাদাকৃষ্ণ বুশ-ব্লেয়ার হয়েছে ।

আমার প্রবাসজীবনের উপলব্ধি ডঃ আহমদ শরীফের যুক্তিকেই পোক্ত অবস্থানে দাঁড় করায় । কিছু কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেক সময় সমাজের সামগ্রিক প্রক্ষেপনে সহায়তা করে । কারণ ব্যক্তিক মানুষ সচেতন কিংবা অবচেতন মনে সমষ্টিকেই প্রতিনিধিত্ব করে ।

প্রবাসে লক্ষ্য করুন - সামাজিক সম্মিলন টা কিভাবে হচ্ছে , একত্র হবার উপলক্ষ্য টা কি ? অধিকাংশই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কিংবা জাত ধর্মের ভেদাভেদে । “ শনির পূজা ”, “ সত্য নারায়ণ পুজা ”-র মত নানাবিধ অপ্রচলিত - অপ্রধান ধর্মীয় আচার -অনুষ্ঠান এমন ভাবে প্রবাসী শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে ভাবতেই অবাক লাগে । কিছু অশিক্ষিত মধ্য-নিম্ন-মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার ছাড়া অন্য কেউ এ সমস্তপুজা-অর্চণা করে বলে আমার জানা নেই । আর হিন্দুধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকেও এ সমস্ত পুজা-অর্চণা সার্বজনীন তো অবশ্যই নয়, বরং পারিবারিক এবং ব্যক্তিক ।। অথচ কানাডার খোদ টরেন্টো শহরেই এসব পুজা-কমিটি রই কয়েকটি করে দল -উপদল রয়েছে । ধর্মের ভিত্তিতে বসবাস আর মুসলিম পরিহার করতে যেয়ে স্ব-ধর্মীয় মানুষের ভেতরই গড়ে উঠছে বিভক্তির বাতাবরন । দেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মতই যে যত কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী আর গোঁড়া হিন্দু, প্রবাসী সমাজে সে তত বড় হিন্দু নেতা । এমনই এক নেতা তার বাসায় কোন মুসলমান কে আমন্ত্রন দূরে থাক প্রবেশাধিকারই দেয় না । অন্যএক বন্ধু হিন্দু মুসলমানকে পৃথক ভাবে আপ্পায়িত করে প্রগতিশীলতা আর নিরপেক্ষতার ভান ধরে ।

তখন ২০০১ এর নির্বাচন উত্তর সময় । সঘোষিত ও প্রকাশ্যভাবে সংখ্যালঘুনির্যাতন চলছে বাংলাদেশে সরাসরি বি এন পি-জামাতের তত্বাবধানে । প্রত্রিকার পাতা খুললেই পূর্ণিমাদের ধর্ষণের খবর । প্রবাসী অনেক মুসলমান বন্ধুকেই বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না । অনেকেরই ধারণা এটা আওয়ামী লীগের অপপ্রচার , প্রচার মাধ্যমের অতিরঞ্জিত প্রকাশ । আমার এক বন্ধুর অনেক দিন দেখা নেই । জিজ্ঞাসা করতেই প্রচন্ড ক্ষুব্ধ বন্ধুটির জবাব, ‘‘ টরেন্টোতে কোন একজন মুসলমান কে পেলাম না যাকে বিশ্বাস করাতে পারি যে বাংলাদেশে সুপরিকল্পিত হিন্দু নিধন চলছে । তাই বাসায় বসে থাকি এই ভেবে যে ,রাস্তায় বেরুলে যদি আবার ওই মুসলমানদের সাথেই দেখা হয়ে যায় ।’’ হতাশা কোন চুড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছলে বিভেদের রং এত স্পষ্ট হয় সে দিন বুঝে ছিলাম ।

উন্ডসর (কানাডা) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব বাংলাদেশী বন্ধুরা প্যালেস্তাইনে ইসরাইলী বোমা হামলার প্রতিবাদে ঘন্টার পর ঘন্টা আমেরিকা-কানাডা সেতুর প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে , তারাই আবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুনির্যাতন চলছে এ সত্য টুকুও মানতে রাজি নয় । প্রতিবাদ সে তো অকল্পনীয় । ওই যে একটু আগেই হিন্দু- মোল্লার কথা বলছিলাম, যে মুসলমানকে বাসায় ঢুকতে দেয় না । ঘৃনা -আর নিন্দার ভাষা তার সাথে এদেরও প্রাপ্য নয় কি ?

ধর্মের রং যত গাঢ় হবে , সম্প্রীতির রং তত ফিকে হতে বাধ্য । প্রয়াত ডঃ আহমদ শরীফের ভাষাতেই ,‘‘ কেন না, আস্তিক ও স ংসারী মানুষের উদারতা একটা সংকীর্ণ পরিসরেই থাকে সীমিত, মুক্ত চেতনা-চিন্তাচালিত হতে পারে না কোন আস্তিক মানুষই ।’’
(ক্রমশঃ)